Vol. 47 | No. 3 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

টেনিসনের ভাবনায় মৃত্যু প্রসঙ্গ

Volume	47
Issue	3
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, সাবরুনা আহমেদ
Published online	June 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i3.9
Pages	152-164
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

টেনিসনের ভাবনায় মৃত্যু প্রসঙ্গ

আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ*
সাবরুনা আহমেদ**

জীবন কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ? মৃত্যু কি কোন অর্থ বহন করে? – এ প্রশ্নগুলো সাহিত্য ও দর্শনের মৌলিক বিষয়। জন্ম নিয়ে বেঁচে থাকা, জীবন ধারণ করা যেমন সত্য একই ভাবে মৃত্যুর মধ্যে জীবনের বিলীন হয়ে যাওয়াও তেমনি সত্য। জন্ম-মৃত্যুর এই অবশ্যম্ভাবী চক্রকে কেউই এড়িয়ে যেতে পারে না। ভিক্টোরিয়ান যুগের বিখ্যাত কবি আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের কাব্যে এই ধারণাটি বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে। মৃত্যু বিষয়টি কম-বেশী তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনার ছত্রে-ছন্দে, উপমা-রূপকল্পে একটি বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুভাবনা কবিকে যে প্রতি মুহূর্তে তাড়িত করেছে তা পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। মানুষের প্রতি মানুষের আন্তরিকতা, ভালোবাসা মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে কি না? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় প্রেম বা ভালোবাসারও মৃত্যু হবে কি না? মৃত্যু মানবীয় ভালোবাসাকে কি স্পর্শ করতে পারবে না? এ সব বিষয় মানুষের মনকে ভাবিত করে এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে মানুষ তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়। কবি টেনিসন মানবীয় ভালোবাসার অমরতা নিয়ে তাঁর কাব্য সম্ভার উপস্থাপন করেছেন। জীবন ও মৃত্যুর প্রসঙ্গটি টেনিসনের কাব্যে কি ভাবে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে এবং জীবন ও মৃত্যু এবং মানবীয় ভালোবাসা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি কী ছিল তা জানলে তাঁকে বোঝা অনেক সোজা হয়ে যায়।

রাজকবি আলফ্রেড লর্ড টেনিসন তাঁর কবি পরিচয়ের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সার্থকভাবে : তিনি চিন্তার অতলান্তিক গভীরতায় এবং কাব্য সুষমায় একাধারে কবি, শিক্ষক এবং দার্শনিক রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমরা জানি কবিতা হচ্ছে এক ধরনের আধ্যাত্মিক দর্শন এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর 'In Memoriam' কাব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে : "...Tennyson... gave this poem to the world as his own answer to the doubts and questionings of men."[১] তাঁর অসাধারণ

---

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ

কাব্য প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো তাঁর চিন্তাশীল মনের বিস্তৃত বক্তব্য : William J. Long তাই বলেছেন:

> For nearly half a century Tennyson was not only a man and a poet: he was a voice, the voice of a whole people, expressing in exquisite melody their doubts and their faith, their griefs and their triumphs.[২]

তিনি গভীরভাবে জীবনের ভাঙা-গড়ার চিরন্তন খেলা পর্যবেক্ষণ করেছেন, দেখেছেন পরিবর্তনের উদ্দাম স্রোতে কিভাবে জীবন বদলে যায়। এভাবেই ক্রমান্বয়ে একজন কবি জীবনবোধের ব্যাপ্তিতে নতুন থেকে নতুনতর জীবন দর্শন লাভ করেছেন। কিন্তু সবকিছুর পরেও জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে মৃত্যুটাকে কোনভাবেই কেউ এড়িয়ে যেতে পারেনা। টেনিসনের কবিতার প্রতি ছত্রে তাই দেখা যায় সূক্ষ্ম অনুভূতির কারুকাজ যেখানে ছন্দ আছে, ছবি আছে, গান আছে, উপমা আছে, তারপরেও আছে মৃত্যুচিন্তা যার আচ্ছন্নতা থেকে কবি মুক্ত হতে পারেননি। বুকভরা বিচ্ছেদের হাহাকার নিয়ে কবি জীবন সৌন্দর্যের অমিয় সাগরে অবগাহন করেছেন এবং পাঠককুলের জন্য সমৃদ্ধ কবিতার অমৃতের ভাণ্ডার তুলে এনেছেন। কবির কাব্য সম্ভারে এই মৃত্যুচিন্তা বিষয়ক অভিব্যক্তিগুলো অনুধাবন করার জন্য তৎকালীন ভিক্টোরীয় যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সেই সঙ্গে টেনিসনের ব্যক্তি জীবনের অনুভব এবং সেকালের সামাজিক পরিবেশে তাঁর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা দরকার।

১৮০৯ সালে লিংকনশায়ারে জন্ম নেন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন। তাঁর পিতা ছিলেন রেভারেন্ড ড. জর্জ টেনিসন এবং মাতা ছিলেন এলিজাবেথ ফেতে। বারো ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। তাঁর শৈশব কেটেছে সামার্সবির মনোরম পরিবেশে। কবির পারিবারিক পরিবেশ খুব যে অনুকূল ছিলো তা বলা যাবে না। তাঁর জীবনে দারিদ্র্য ছিলো, পরিবারে অশান্তি ছিলো, ছিলো বিভিন্ন টানাপোড়েন। সেগুলো তাঁকে জীবনকে গভীরভাবে অনুভব করতে শিখিয়েছে। তাঁর এক ভাই মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলো, আরেকজন ছিলো মাদকাসক্ত। এসত্ত্বেও তাঁদের একাধিক ভাই-এর মধ্যে ছিলো কাব্যানুরাগ। ব্যক্তি টেনিসন ছিলেন লাজুক ও শান্ত প্রকৃতির। মানুষের কোলাহলের চেয়ে প্রকৃতির নির্জন ও শান্ত সাহচর্য তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করতো। একজন সংবেদনশীল মানুষের শিল্পীসত্তা দিয়ে তিনি জীবনকে ভালোবেসেছেন।

সাত বছর বয়সে তিনি নানা বাড়ী লাউথ-এ যান লেখাপড়ার জন্য। স্কুল জীবনের গৎ বাঁধা নিয়মের লেখাপড়া, শাসন টেনিসনকে বেঁধে রাখতে পারেনি। অবশ্য

পরে, ১৮২৮ সালে ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে গিয়েছিলেন পড়ালেখার জন্য, তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই তাঁর লেখাপড়া অনেক বেশী সমৃদ্ধ হয়। 'Chiefly Lyrical' শিরোনামে প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থে টেনিসনের কিছু অপরিপক্ব কবিতা প্রকাশিত হয় যাতে তাঁর ছন্দ-সুর ও কাব্য প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েক জন তরুণ প্রতিভার সঙ্গেও টেনিসনের সখ্যতা গড়ে উঠে যাঁদের মধ্যে আর্থার হ্যালাম ছিলেন অন্যতম। বন্ধু হ্যালাম ছিলেন টেনিসনের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র যাঁর বন্ধুত্ব কবির জন্য ছিলো নিরন্তর প্রেরণার উৎস। হ্যালামকে বলা হয়েছে all-wise counselor to Tennyson। স্যার আর্থার হ্যালাম যে কেবল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তা-ই নয়, হ্যালামের সাথে টেনিসনের বোন এমিলিয়া টেনিসন-এর বাগ্‌দান সম্পন্ন হয়েছিলো। প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল, উচ্ছল ব্যক্তিত্ব হ্যালামের অকস্মাৎ অকালমৃত্যু ঘটে ১৮৩৩ সালে। এই মৃত্যু টেনিসনকে শুধু যে দুঃখভারাক্রান্ত বা বিষাদগ্রস্ত করেছে তা-ই নয়, একই সঙ্গে তাঁকে মানবীয় ভালোবাসা এবং জীবন- মৃত্যুর রহস্যময়তার তাৎপর্য অনুসন্ধানে গভীরভাবে নিবিষ্ট হতে প্রভাবিত করেছে। প্রায় বছর দশেক সরাসরি তাঁর লেখালেখি প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। তবে এই সময়ে In Memoriam-এর মত বিখ্যাত এলিজির প্রস্তুতি চলছিলো যেখানে মৃত্যু বিষয়ে গভীর জীবনবোধ স্থান পেয়েছে। প্রিয় সুহৃদ হ্যালামের মৃত্যুর পর টেনিসনের যে উপলব্ধি সে সম্পর্কে বলা হয়েছে : "... Tennyson was overwhelmed with doubts about the meaning of life and man's role in the universe..." [৩] ১৮৪২ সালে টেনিসনের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয় যা ইংরেজি সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে সার্থক সংযোজন। ১৮৫০ সালে দীর্ঘ বস্তুত সতেরো বছরের সফল প্রয়াসে ছন্দের সুষমায়, বক্তব্যের গভীরতায় টেনিসনের এক অনবদ্য ও অনন্য সৃষ্টি 'In Memoriam' প্রকাশ লাভ করে। এটি হচ্ছে জীবন ও মৃত্যু এবং মানবীয় ভালোবাসার অমরতা সম্পর্কে এক দার্শনিক কবিতা এবং প্রিয় সুহৃদ আর্থার হ্যালামের অকাল মৃত্যুতে কবির ব্যক্তিগত গভীর বেদনার হৃদয় নিঙড়ানো এক শোকোগাথা।[৪] ১৮৫০ সালেই তিনি রাজকবি হিসাবে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের উত্তরসূরী নির্বাচিত হন। এ বছরই টেনিসন সুদীর্ঘ তেরো বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে তিনি তাঁর পছন্দের পাত্রী এমিলি সেলউডকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করেন।

একজন সংবেদনশীল ও চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে আলফ্রেড টেনিসনের কবি মন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সময়কার চারপাশের ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনামল (১৮৩২-১৯০১) মূলত টেনিসনের কর্মযুগ ছিল। এ সময়টা ছিলো বিভিন্ন মাত্রার পরিবর্তনের যুগ : শান্তি, প্রগতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের এক স্বর্ণযুগ। ভিক্টোরীয় যুগ সম্পর্কে Edward Albert-এর মন্তব্য, 'An era of

awakening and questioning' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রায় আসে এক ব্যাপক পরিবর্তন। ১৮৬৯ সালে Charles Darwin প্রণীত *The Theory of Evolution* মানুষের ধর্মচেতনাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। সব মিলিয়ে ইংল্যাণ্ডের শান্ত সুনিবিড় জীবনে অবধারিতভাবে আসে এক পরিবর্তনের হাওয়ার ঝাপটা। এ সময়কার সমাজ চিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> Despite the industrial and political pre-eminence of England during the period, it is evident that most perceptive Victorians suffered from an anxious sense of something lost, a sense too of being displaced persons in a world made alien by technological changes which had been exploited too quickly for the adaptive powers of the human psyche.[৫]

জীবন জিজ্ঞাসার বিষয়গুলো সমগ্র মানবজীবন তথা মানুষের মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কবি দার্শনিকদের মধ্যে একটা ভাবাবেগের উদ্রেক করে। টেনিসনের সমসাময়িক বিখ্যাত কবি Mathew Arnold-এর 'Melancholy poetry'-তে সমাজ জীবনের এই বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে,

> For what wears out the life of mortal men?
> 'Tis that from change to change their being rolls;
> 'Tis that repeated shocks, again, again,
> Exhaust the energy of strongest souls.[৬]

স্বাভাবিকভাবেই সমাজের বহমান অস্থিরতায় কবির হৃদয়ে একটা টানাপোড়েনের সূত্রপাত হয়। মনের মধ্যে একই সঙ্গে বিশ্বাস ও সন্দেহের দোলাচল কবি হৃদয়কে জীবন জিজ্ঞাসার ব্যাপক অন্বেষণে উৎসাহী করে। তাঁর প্রজ্ঞা, সচেতনতা ও অনিসন্ধিৎসু মন যেন ক্রমাগত তাঁকে এক অনন্ত জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করেছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তাঁকে যেমন মুগ্ধ করেছে তেমনি তিনি বিচলিত বোধ করেছেন জীবনের তাৎপর্য নিয়ে, অমোঘ নিয়তি হিসাবে মৃত্যু নিয়ে, এমন কি ভালোবাসার অমরত্ব নিয়েও। মৃত্যু মানুষকে গভীর জীবন বোধে পরিব্যাপ্ত করে, মৃত্যুর অস্পষ্টতা, অন্ধকারাচ্ছন্নতা, রহস্যময়তা মানুষকে মানবীয় প্রেম ও জীবনকে ভালোবাসতে শেখায়। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইহজাগতিক প্রেম ও জীবনকে ভালোবেসেছেন এবং জগৎকে অলীক বলে মনে করেননি। তাঁর ভাষায়—

> রূপ-নারাণের কূলে
> জেগে উঠিলাম

জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের গভীর উপলব্ধি থেকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অন্যত্র বলেন:

কত কাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে: . . . সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি,
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।[৮]

টেনিসনের কাব্য সম্ভারে মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তাগুলো নানা ভাবে স্থান পেয়েছে। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত কবিতা 'The Lotos-Eaters'-এ দেখা যায় দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে এক অচেনা দ্বীপে আশ্রয় নেয়া নাবিকের দল এক ধরনের ক্লান্তি ও আসক্তি জনিত কারণে অবসাদগ্রস্ত হয়ে Lotos ফুলের মধু খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে জীবনের গতিময়তাকে অস্বীকার করতে চাইছে :

Hateful is the dark-blue sky,
Vaulted O'er the dark- blue sea
Death is the end of life; ah, why
Should life all labor be?[৯]

মৃত্যুই হচ্ছে জীবনের একমাত্র পরিণতি ; তাই মৃত্যুকে বরণ করে নেয়াই মানব জীবনের মূল লক্ষ্য। শত কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখলেও জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা সম্ভব নয়। সকল গতির শেষ গতি অন্তহীন অন্ধকারে নিদ্রায় হারিয়ে যাওয়া। জীবনের termination অর্থে মৃত্যু হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য (end)। জীবন-মৃত্যুর অবস্থান খুবই ঘনিষ্ঠ। বাস্তব জীবন থেকে পলায়নই মৃত্যুর মধ্যে অবস্থান। এ বিষয়টি Tennyson এর কবিতায় অনুরণিত হয়েছে, ...the poem has evoked the attractions of this escape from reality...[১০]। মৃত্যু বিষয়ক উপলব্ধি একই ভাবে প্রতিভাত হতে দেখা যায় কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন কবিতা গ্রন্থেও --

প্রান্তিক কবিতা গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন --

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে:[১১]

জীবন-মৃত্যুর সম্পর্ক বিষয়ে *শেষ লেখা* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুতে জীবনের দেনা শোধ হবে বলে মনে করেন। তাঁর ভাষায় ---

আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।[১২]

বাস্তবের গতিময় জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যে জীবনের মানে খোঁজার চেষ্টা করেছেন টেনিসন। মনে হয় তিনি এমন এক দ্বীপের কথা ভেবেছেন যেখানে জীবন যন্ত্রণার মধ্যে হতাশা-নিরাশাই প্রাধান্য পেয়েছে। জীবন যেন অর্থহীন, গতিহীন ও স্পন্দনহীন। সেখানে কেবল অনন্তনিদ্রা একান্ত কাম্য। কবির ভাষায়–

Surely, surely, slumber is more sweet than toil, the shore
Than Labor in the deep mid-ocean, wind and wave and oar:...[১৩]

তরুণ বয়সে লেখা ১৮৩০-এ প্রকাশিত 'Mariana' কবিতাটি টেনিসনের Juvenilia শীর্ষক কবিতা গুচ্ছের অন্যতম। শেকসপীয়রের 'Measure for Measure'-এর Mariana চরিত্র অবলম্বনে লেখা কবিতাটিতে আমরা দেখতে পাই প্রতারিত নায়িকা Mariana জীবনে বেঁচে থাকার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছেন এবং আর নিষ্ফল অপেক্ষা না করে মৃত্যুকেই শ্রেয়তর ভেবে গ্রহণ করতে চাইছেন এবং এ রকম বেঁচে থাকাকেই মৃত্যু বলে ভাবছেন :

Then said she, "I am very dreary,
He will not come," she said;
She wept, "I am aweary, aweary,
O God, that I were dead![১৪]

মৃত্যু চিন্তাই টেনিসনের জীবনবোধকে যেন সর্বদা আচ্ছন্ন করে রেখেছে পরবর্তীতে গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তিতে লেখা তাঁর OEnone-এ। এতে দেখা যায় স্বামী কর্তৃক প্রতারিত হওয়ায় প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে দুঃখিনী ইনোনে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কথা ভাবছেন। তবে সে নিজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতারক স্বামী Paris ও তাঁর নতুন সঙ্গিনী Aelen এর মৃত্যুও কামনা করছেন :

O mother, hear me yet before I die.
Hear me, O earth. I will not die alone,
Lest their shrill happy laughter come to me
Walking the cold and starless road of death...[১৫]

প্রকৃতপক্ষে টেনিসন যেন কোন মতেই মৃত্যু চিন্তার বলয় থেকে বেরুতে পারছিলেন না। জীবন কী? জীবনের তাৎপর্য কতখানি গভীর? এত অস্থিরতা, এত পরিবর্তনের উন্মাদনা, এত বৈজ্ঞানিক সফলতা সবকিছুই তো অবশ্যম্ভাবী এক অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে, তুচ্ছ হয়ে যায় জীবনের এতো আয়োজন, এতো আড়ম্বর! কেমন যেন এক বিচলিত ব্যাকুলতা কবি মনকে সদা আকুল করে রাখতো। সেই কৈশোরে যখন তাঁর পূর্বসূরী কবি বায়রনের মৃত্যু সংবাদ শুনেছিলেন--আমরা জানি অন্য সবার চেয়ে টেনিসনের অনুভূতিটা ছিলো ভিন্ন মাত্রার -- তিনি ছুটে গিয়েছিলেন প্রকৃতির সান্নিধ্যে: তপ্ত অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন নির্জন অরণ্যে। সম্ভবত তাঁর ভাবুক মনের কোণে মৃত্যু এক ধরনের বদ্ধ ধারণা (obsession) সৃষ্টি করেছিলো। মৃত্যু চিন্তা নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মনও এক সময় অস্থির হয়ে উঠেছিলো। কবির ভাষায়:

মানুষের মুখ্যভয় মৃত্যুভয়,
কেমনে করিবে তারে জয়
নাহি জানে;[১৬]

এ সত্ত্বেও মানব জীবনে মৃত্যুকে অবধারিত মেনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে এভাবে :

যায় যদি তবে যাক
এল যদি শেষ ডাক –
অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এঁকে যাক,
মৃত্যুতে ঠেকে যাক।[১৭]

Tithonus ১৮৪২ সালে প্রকাশিত অপর একটি হৃদয়স্পর্শী কবিতা যেখানে আবারো Greek mythology-র আকর্ষণীয় গল্পকে রূপক হিসাবে উপজীব্য করে টেনিসন মৃত্যু ও অমরত্বের মত কঠিন বিষয়কে তুলে এনেছেন বলিষ্ঠ লেখনীর যাদুময় ছন্দে। প্রভাতদেবী অরোরা মানব টিথোনাসের রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমের টানে তাঁর জন্য স্বর্গ থেকে চেয়ে নেন অমরত্বের বর। কিন্তু অমরত্বের সঙ্গে চিরযৌবনের বর চেয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন অরোরা। অবশেষে বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, ক্লান্তিতে বিপর্যস্ত টিথোনাস জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘ জীবন থেকে মুক্তি প্রত্যাশা করেন। টিথোনাসের উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে এভাবে :

...Let me go: take back thy gift.
Why should a man desire in any way

To vary from the kindly race of men.
Or pass beyond the goal of ordinance...[১৬]

আগেই উলেখ করা হয়েছে যে, টেনিসনের ব্যক্তিজীবনে এবং তাঁর কাব্যের একটি বড় অংশ জুড়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আছে তাঁর একান্ত সুহৃদ আর্থার হ্যালামের কথা। প্রিয় বন্ধুর অকাল মৃত্যু টেনিসনকে করেছিলো বিষাদগ্রস্ত ও আবেগাক্রান্ত। 'In Memoriam'-এর প্রতি ছত্রে টেনিসন বন্ধুর প্রতি উৎসর্গ করেছেন তাঁর আবেগ মথিত ব্যাকুল ভালোবাসা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> As a kind of poetic diary recording the variety of his feelings and reflections he began to compose a series of lyrics. These "short swallow-fights of song", as he calls them, written at intervals over a period of seventeen years, were latter grouped into one long elegy ...[১৯]

ইংরেজি সাহিত্যে মৃত্যু বিষয়ক এমন মর্মস্পর্শী কবিতা খুব একটা লেখা হয়নি। বিভিন্ন দেশের লেখক ও সমালোচকগণ হ্যালামের মৃত্যুতে রচিত টেনিসনের অনবদ্য শোকগাথাকে একটি অনন্য সাহিত্যকর্ম বলে স্বীকার করেছেন। এজন্যে বলা যায়, এই কাব্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গভীরে নিহিত আছে আমাদের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর। আমাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম চিন্তা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে টেনিসন যেন তাকেই মূর্ত করে তুলেছেন নিপুণ হাতে। তাঁর ভাষায়,

My own dim life should teach me this,
That life shall live forevermore,
Else earth is darkness at the core,
And dust and ashes all that is;[২০]

টেনিসন মৃত্যুর বিয়োগান্তক পরিণতি হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন প্রতি মূহূর্তে। জীবনের শেষ পরিণতি কোথায়? মৃত্যুর পরেও কোন অনন্ত জীবন আছে কি না -- তা নিয়ে অন্বেষণের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, সর্বোপরি এক ধরনের অসহায় আত্মিক অস্থিরতা ও সংকট কবি হৃদয়কে বিচলিত করেছে বার বার :

So runs my dream; but what am I?
An infant crying in night:
An infant crying for the light,
And with no language but cry.[২১]

আমেরিকার বিখ্যাত কবি Walt Whitman তাঁর Whispers of Heavenly Death শীর্ষক কবিতা গুচ্ছে মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কিত ভাবনায় এক 'অচেনা জগৎ' (unknown region)-এর ব্যাখ্যা করেছেন। মৃত্যুকে জীবনের পরিপূর্ণতা ও অমরত্বের সূচনা মনে করে আত্মাকে সম্বোধন করে কবি এক রহস্যময় অচেনা ভূখণ্ডে পাড়ি জমানোর বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে না আছে পা রাখার কোন ভূমি, না আছে সুস্পষ্ট কোন পথ, না আছে মানচিত্র বা পথ প্রদর্শক, না আছে চেনা কণ্ঠস্বর, না আছে পরিচিত মুখ বা শব্দ বা হাতের স্পর্শ। তার পরেও এই অচেনা পথেই মৃত্যুর আঙ্গিনায় যেতে হয়, যেতে হবে। *Darest Thou Now O Soul* কবিতায় কবির উচ্চারণ এভাবে –

> Darest thou now O soul,
> Walk out with me toward the unknown region,
> Where neither ground is for the feet nor any path to follow?
> No map there, nor guide,
> Nor voice sounding, nor touch of human hand,
> Nor face with blooming flesh, nor lips, nor eyes, are in that land.[২২]

জীবনের পরিণতি ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে ভাবে ও ভাষায় এমন প্রকাশ যেন কবির একার নয়, এ এক সর্বজনীন আকুলতার বাঙ্ময় অভিব্যক্তি। 'In Memoriam' কাব্য গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কবি গ্রন্থটিতে পর্যায়ক্রমে তিনটি মানসিক স্তর অতিক্রম করেছেন। স্তরগুলো হচ্ছে :

ক. গভীর দু:খবোধ ও সংশয় (Poignant sorrow and doubt) : ভিক্টোরীয় স্বর্ণযুগের বিভিন্ন পরিবর্তনের দ্রুততা সংবেদনশীল কবি টেনিসনকে সাময়িকভাবে হলেও সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলেছিলো : সেই সঙ্গে প্রিয় বন্ধু হ্যালামের আকস্মিক মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ তাঁকে করেছিলো গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত ও বিপর্যস্ত।

খ. স্নিগ্ধশান্তি ও আশা (Calm-peace and hope) : কালক্রমে কবির বিপন্ন হৃদয়ের ব্যক্তিগত দুঃখবোধ একটি সদর্থক দর্শনে পরিণত হয়। কবি-হৃদয়ে তখন স্নিগ্ধশান্তি ও আশার শক্তি পরিলক্ষিত হয়।

গ. পরিমিত সাহস ও বিনীত বিশ্বাস (Modest courage and humble faith): পরবর্তীতে কবি তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও দুঃখকে একটি সর্বজনীন মাত্রা দিতে সক্ষম হন; পরিণত জীবনবোধ তাঁকে এনে দেয় সৎ সাহস ও বিশ্বাস। কবি খুঁজে পান জীবনের তাৎপর্য ও মৃত্যুর মাহাত্ম্য।

এই পর্যায়ক্রমিক উত্তরণের মধ্যেই টেনিসনের শ্রেষ্ঠত্ব ; ব্যথা-বেদনা ও মৃত্যুর অবধারিত অস্তিত্বের মধ্যেই তিনি ভালোবাসার অমরত্বের সন্ধান পেয়েছেন। উনিশ শতকের বিখ্যাত আমেরিকান কবি এমিলি এলিজাবেথ ডিকিনসন মৃত্যুকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করে তাঁর কবিতায় অভিনব ও বিচিত্রভাবে প্রকাশ করেছেন। এমিলির মতে অবধারিত ও অনিবার্য মৃত্যুকে আমরা কোন ভাবেই এড়িয়ে যেতে পারি না ; মৃত্যুর মাধ্যমেই অমরতার দ্বার উন্মোচিত হয়। কবির ভাষায় –

Because I could not stop for Death –

He kindly stopped for me –

The Carriage held but just Ourselves –

And Immortality.[২৩]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও মৃত্যু-থাবার মধ্যেও মানব প্রেম ও মানবীয় ভালোবাসার অবিনশ্বরতার কথা প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। *শেষ লেখা* কবিতা গ্রন্থে তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ;

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত ...[২৪]

আবার *সেঁজুতি* কবিতা গ্রন্থে কবির মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে এভাবে :

আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট রবে; তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লানস্পর্শ লেগে,
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যুপরপারে। [২৫]

মৃত্যু মানুষকে গভীর জীবনবোধে পরিব্যাপ্ত করে; মৃত্যুর অস্পষ্টতা, অন্ধকারাচ্ছন্নতা, রহস্যময়তা 'জীবন'কে ভালোবাসতে শেখায় এবং মৃত্যুর জন্য মানসিক প্রস্তুতিতে বর্তমানের অশুভ শক্তি বিলুপ্ত হয় -- জেগে থাকে কেবল ঐশী শক্তি। মৃত্যু নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে টেনিসন মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য না দিয়ে উভয়কে মেনে নেয়ার মানসিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর ভাষায়–

I wage not any feud with Death

For changes wrought on form and face;

No lower life that earth's embrace
May breed with him can fright my faith.[২৬]

কবি টেনিসনের অনুরণন দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা গুচ্ছেও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *প্রান্তিক* কাব্য গ্রন্থে মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এভাবে :

আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রার।[২৭]

আবার *সেঁজুতি* কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুতে জীবনের পরিণতির কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় --

মৃত্যুর উৎসাহ সেও অফুরন্ত বুঝি
জীবনের বিত্তনাশ করে পদে পদে।
. . . . . .
এমনি মৃত্যুর সাথে হোক মোর চেনা,
প্রাণেরে সহজে তার করিব খেলেনা।[২৮]

Metaphysical school of poetry-এর পুরোধা কবি জন ডান মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে। অনেকেই মৃত্যুকে অমিত শক্তিধর ও ভীতিপ্রদ মনে করলেও কবি তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন মৃত্যু কাউকে মুছে ফেলতে পারে না, মানবাত্মার কোন বিনাশ নেই। Holy Sonnets X-এ কবির মত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে –

Death, be not proud, though some have called thee
Mighty and dreadful, for thou art not so;
For those whom thou think'st thou dost overthrow
Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.[২৯]

যাহোক, টেনিসন আমাদের কাছে যে বার্তাটি পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন তা হলো জীবন মৃত্যুর প্রতি একমাত্র যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসই পারে জীবন-মৃত্যুকে এক সুতোয় বাঁধতে। এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ, যাকে ঘিরে সমগ্র সৃষ্টি

প্রক্রিয়া আবর্তিত, তাঁর অসীম শক্তি ও অপার করুণার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস জীবনকে মহিমান্বিত করে, মৃত্যুকেও দেয় অমরত্বের তাৎপর্য। কবির ভাষায় :

> That God, which ever lives and loves,
> One God, one law, one element,
> And one far-off divine event,
> To which the whole creation moves.[৩৩]

কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকের জীবনবোধ ও জীবন দর্শন তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে সাহিত্য-দর্শন সৃষ্টিতে আর তাঁদের সে মহতী প্রয়াসে অনুপ্রাণিত হয় পাঠককুল, খুঁজে পায় সঠিক গতিপথ। টেনিসন তাঁর দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন এবং অবশেষে তাঁর সম্যক উপলব্ধি হলো কেবল বিশ্বাসই দিতে পারে মানুষকে জীবন-মৃত্যু, এমন কি অমরত্বের সন্ধান। মোটকথা, বিশ্বাসই পারে যাপিত জীবন এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে, ঈশ্বরের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করতে। প্রিয়তম বন্ধু হ্যালামের মৃত্যু ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে মৃত্যু নিয়ে টেনিসনের যে অন্বেষণের সূচনা হয়েছিলো দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় তা পরিণত হয়েছে পরিপূর্ণ জীবন-দর্শনে। তিনি অবশেষে খুঁজে পেয়েছেন জীবন ও মৃত্যুর সঠিক তাৎপর্য।

তথ্যপঞ্জি

১. Long, William J., *English Literature: Its History And Its Significance*, Enlarged Edn, Calcutta, p. 464

২. Ibid., p. 457

৩. Tennyson, Alfred Lord, "In Memoriam A. H. H.", *The Norton Anthology of English Literature*, vol. 2, ed. M. H. Abrams, W. W., 1968, New York, p. 856

৪. Mullik, B.R., *Studies in Poets* : Tennyson, 5th ed., Vol. XIII, 1967, Delhi, p. 70

৫. *The Norton Anthology of English Literature*., vol. 2, ibid., 1968, New York, p. 728

৬. Ibid., p. 728

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শেষ লেখা*, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ২৬

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'প্রান্তিক', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাবিংশ খণ্ড, কলিকাতা, মাঘ ১৩৮৫, পৃ. ১৬

৯. Hill, Jr., Robert W, ed.. 'The Lotos-Eaters' in *Tennyson's Poetry*, 2nd edn., 1999, New York, p. 78

১০. Methuen Notes on *Tennyson's Poetry*, Compiled by Chatwin, Deryn and Burton, H. M., 1978, London, p. 36

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'প্রান্তিক', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শেষ লেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১৩. Hill, Robert W., ed. *Tennyson's Poetry*, 1999, New York, p. 80

১৪. Ibid., p. 37

১৫. Ibid., p. 53

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সেঁজুতি', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

১৮. Hill, Robert W, Ibid., 1999, p. 103

১৯. *The Norton Anthology of English Literature*, ibid., p. 856

২০. Ibid., p.868

২১. Ibid., p. 872

২২. Whitman, Walt, *Leaves of Grass and other writings*, ed., Moon, Michael, New York, 2002, p. 370

২৩. Baym, Nina, ed., *The Norton Anthology of American Literature*, 6th edn., vol. C, New York, 2003, p. 190

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শেষ লেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সেঁজুতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬-২৭

২৬. *The Norton Anthology of English Literature*, ibid., p. 878

২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'প্রান্তিক', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সেঁজুতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

২৯. Donne, John, *The Norton Anthology of English Literature*, 6th edn. vol.1, New York, 1993, p. 1116

৩০. *The Norton Anthology of English Literature*, 1968, ibid., vol. 2, p. 897